নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

এবারও বৈশাখী ভাতার সুখবর নেই এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের

প্রকাশ | ১৯ মার্চ ২০১৮, ০০:০০

এম এইচ রবিন

পান্তা-ইলিশের উৎসব পানসে থেকে যাচ্ছে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের। বরাবরের মতো এবারও বৈশাখী ভাতা পাওয়ার সুখবর নেই তাদের জন্য। সরকারি চাকরিজীবীদের বৈশাখী ভাতা চালু হলেও সরকারি বেতন সুবিধা (এমপিও) পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীরা বঞ্চিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট নেই, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নেইÑ এমন অজুহাত শুনতে হচ্ছে বছরের পর বছর। গত জানুয়ারিতে টানা ১৯ দিন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করেছেন এই শিক্ষক-কর্মচারীরা। তাদের দাবি ছিল- বৈশাখী ভাতা প্রদান, পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি। আগামী ১৪ এপ্রিলের আগে বৈশাখী ভাতা প্রদান করা না হলে ফের আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন শিক্ষকরা।

জানা গেছে, বর্তমান সরকার ২০১৬ সাল থেকে বর্ষবরণে সরকারি চাকরিজীবীদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ ভাতা চালু করে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সরকারি চাকরিজীবীদের মতো অন্য দুটি উৎসব ভাতা পেলেও বৈশাখী ভাতা পাচ্ছেন না। এতে করে তারা চরম ক্ষুব্ধ। আগামী ৩০ মার্চের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা।

গতকাল রবিবার দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইনের সঙ্গে আলাপকালে তিনি আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষকদের দাবি পূরণে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। অর্থ মন্ত্রণালয়ে বারবার চিঠি দিচ্ছি। অর্থ বরাদ্দের বিষয় রয়েছে। চলতি বাজেটে বরাদ্দ না থাকায় কোনো সুখবর দিতে পারছি না। আগামী বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেছি।

শিক্ষকদের অভিযোগ, ২০১৫ সালে অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেল চালু হওয়ার পর থেকে তারা চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। শুধু বৈশাখী ভাতাই নয়; বেতনভাতা, পদোন্নতি, টাইমস্কেল ও ইনক্রিমেন্ট বঞ্চিত। এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা জীবনে একটিমাত্র টাইমস্কেল ও চাকরির শেষের দিকে একটি ইনক্রিমেন্ট পেতেন। বর্তমানে তাও বঞ্চিত। সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের মতোই এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা একই কারিকুলামে পাঠদান ও দায়িত্ব পালন করলেও পদে পদে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

শিক্ষক নেতারা জানান, গত তিন বছর ধরে বৈশাখী ভাতা ও বার্ষিক পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্টের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন তারা। দাবি পূরণ না হওয়ায় সরকার সমর্থক চারটি সংগঠনের মোর্চা 'শিক্ষক-কর্মচারী সংগ্রাম কমিটি'র ডাকে গত ১১ মার্চ থেকে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। ১৪ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মহাসমাবেশও করেছেন শিক্ষকরা। দাবি আদায়ে সংগঠনের নেতারা কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা না করায় সাধারণ শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ' এক দফা দাবি আদায়ে আলাদা আরেকটি কমিটি করেছেন। শিক্ষক আন্দোলনের মূলে রয়েছে বৈশাখী ভাতা ও বার্ষিক পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ।

গত বছর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে মন্ত্রণালয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালের বেতন স্কেল অনুযায়ী এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা সমগ্র চাকরি জীবনে একটিমাত্র ইনক্রিমেন্ট পেতেন। জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী তারা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ ছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের মতো এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাংলা নববর্ষ ভাতা দেওয়া হয় না। সারাদেশে চার লাখ ৭৭ হাজার ১৩০ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। সরকারি চাকরিজীবীদের মতো এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের পাঁচ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট দিতে বছরে অতিরিক্ত ৫২০ কোটি ২৪ লাখ ২১ হাজার ৩৫৬ টাকা দরকার। আর মূল বেতনের ১০ শতাংশ বৈশাখী ভাতা দিলে বছরে আরও ১৭৩ কোটি ৪১ লাখ ৪০ হাজার ৪৫০ টাকা প্রয়োজন হবে। দুই খাতে বছরে বাড়তি ছয়শ ৯৩ কোটি ৬৫ লাখ ৬১ হাজার ৮০৬ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম রনি বলেন, ২০১৫ সালের অষ্টম জাতীয় পেস্কেল বাস্তবায়ন হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈশাখী ভাতা চালু করেন। স্বাধীনতার ইতিহাসে এটি তার (প্রধানমন্ত্রীর) ঐতিহাসিক অর্জন। কিন্তু পাঁচ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বঞ্চিত করা হয়। এটি আমাদের ন্যায্য দাবি। এবারও

বঞ্চিত করা হলে অমানবিক ও শিক্ষক সমাজের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, ১৯ দিন অনশন কর্মসূচি পালনের পরে প্রধানমন্ত্রীর আশ^ □সে আমরা আন্দোলন স্থগিত করেছিলাম। আমরা এখন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। ৩০ মার্চ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। এর মধ্যে দাবি আদায় না হলে শিক্ষা ভবন ঘেরাও করব। প্রয়োজনে আরও কঠোর কর্মসূচি দেব।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৮৮৭৮২১৩-১৮ ফ্যাক্স: ৮৮৭৮২২১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৭ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি